KOBITAR CLASS

AHBNG – 403/ C-10

BONOLATA SEN

JIBANANANDA DASH

Dr. SOUMYABRATA BANDOPADHAYA
Assistant Professor
Dept. of Bengali
Saltora Netaji Centenary College
Bankura University

জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ দাশ

(জন্ম – ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ মৃত্যু – ২২ অক্টোবর ১৯৫৪)

মূলকাব্যগ্রন্থ

'বনলতা সেন'(১৯৪২)

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটির জন্য জীবনানন্দ দাশ নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে পুরস্কৃত হন ১৯৫৩ সালে। শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থটি ভারত সরকারের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে ১৯৫৫ সালে ।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ

ঝরা পালক (১৯২৭) ধূসর পাণ্ডুলিপি(১৯৩৬)
বনলতা সেন (১৯৪২) মহাপৃথিবী (১৯৪৪)
সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ :
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা(১৯৫৪)
রূপসী বাংলা (১৯৫৭) বেলা অবেলা কালবেলা
(১৯৬১)

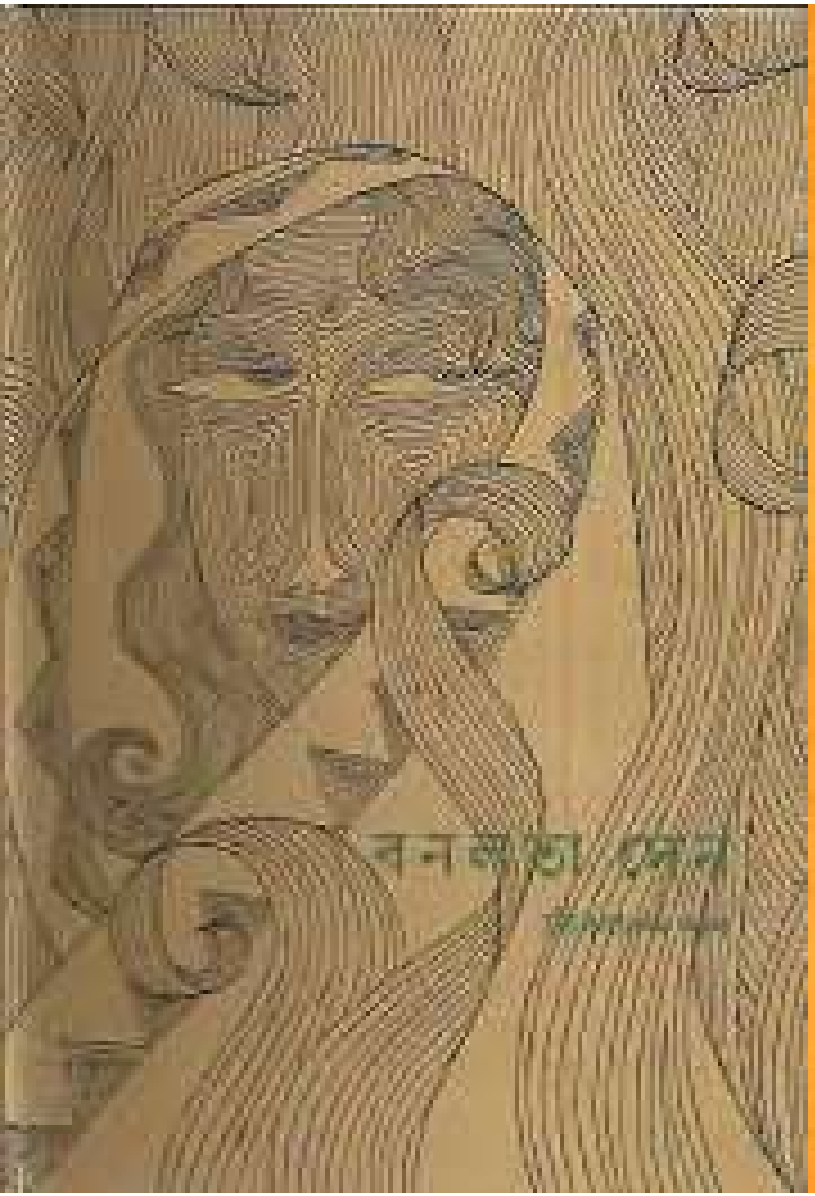

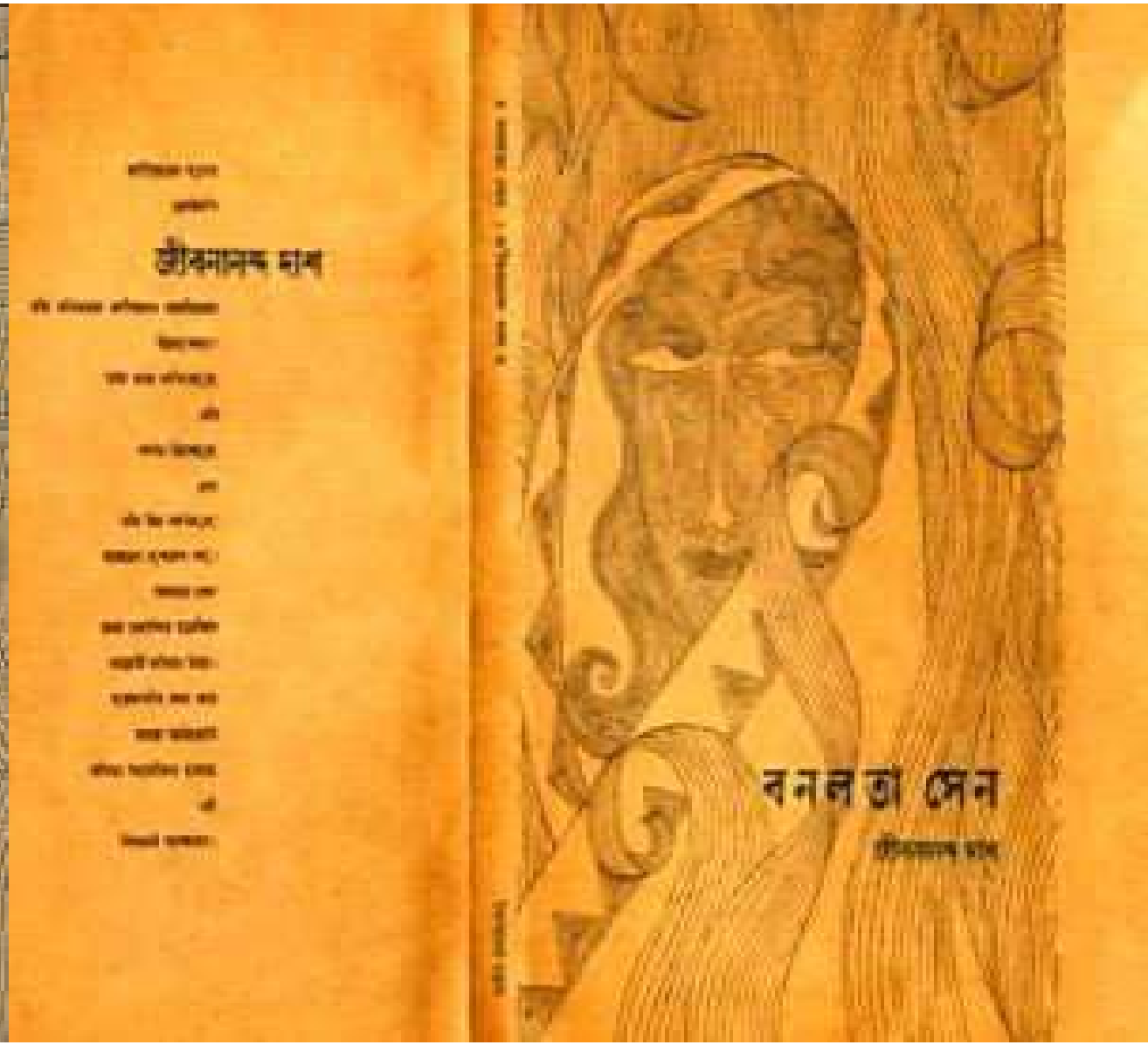

বনলতা সেন

জীবনানন্দ দাশ
বনলতা সেন
জীবনানন্দ দাশ

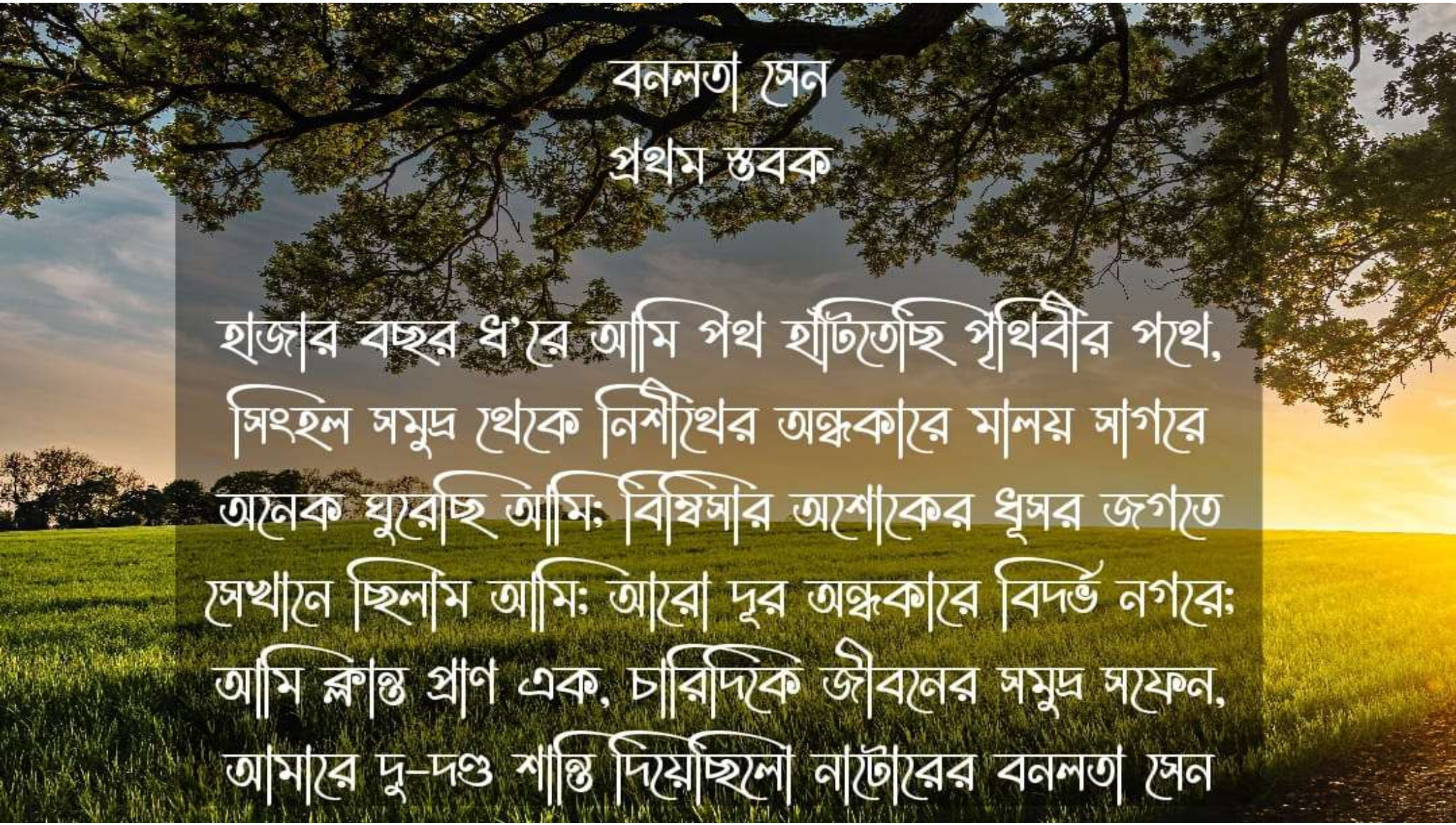
বনলতা সেন
প্রথম স্তবক
হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন

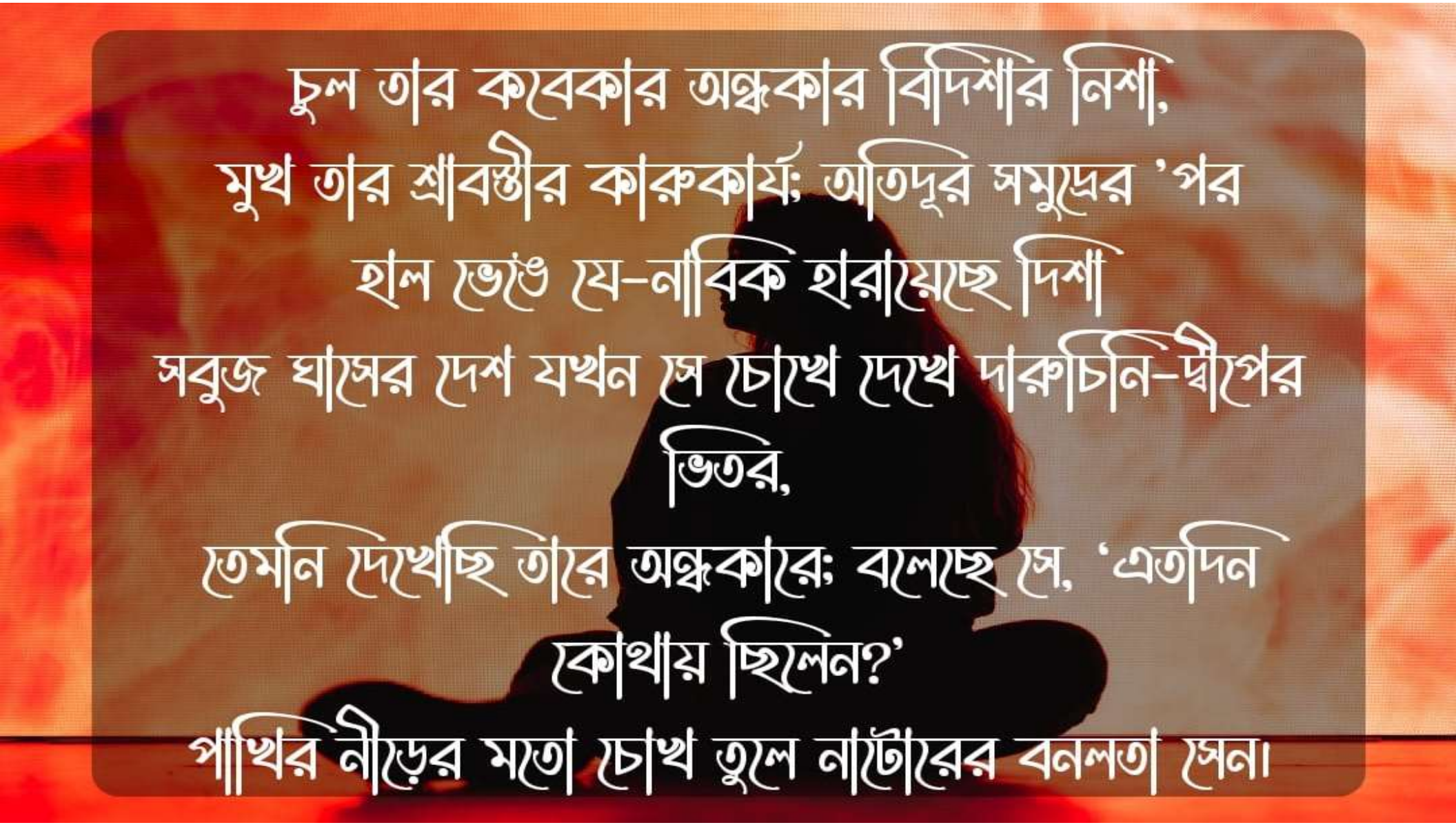
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের
ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন
কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

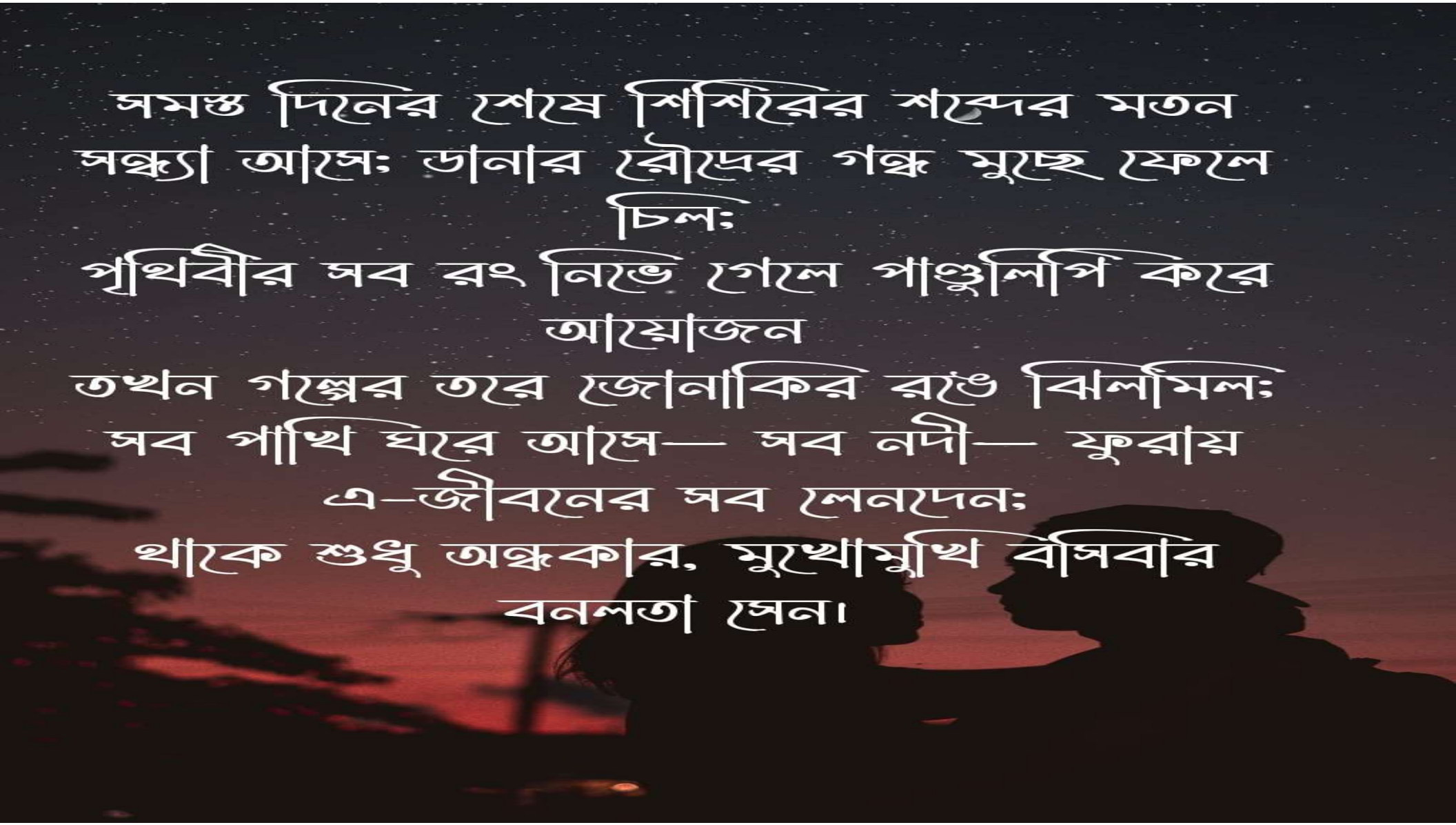
সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে
চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে
আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী— ফুরায়
এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার
বনলতা সেন।

কবিতার কথা
জীবনানন্দ দাশ

"সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা রয়েছে, এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্যবিকীরণ তাদের সাহায্য করেছে। কিন্তু, সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়। "

ইতিহাস চেতনা

" 'ঝরাপালকে' কবি প্রেমকে দেশকালে বিচ্ছিন্ন বহু জীবনের মধ্যে উপভোগ করেছিলেন, রূপসী বাংলা'য় তিনিই বহু যুগে বিস্তৃত দেশকে, দেশের জীবন ও আত্মাকে, তার ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। দূর অতীতের মধ্যে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে এইভাবে প্রসারিত করা, নিজের মধ্যে এক শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব অঙ্গীকার— এই হলো ইতিহাস চেতনার মর্মবাণী।

'বনলতা সেন' কবিতায় কবির এই অবিনাশী সত্তাই হাজার বছর ধরে সঞ্চরণশীল। ইতিহাসের তীরে তীরে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে, বিদর্ভে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত সেই প্রাণ আজকের সভ্যতার তটে এসে পৌঁছেছে। আর পৃথিবীর বয়সিনী সেই নারী—যার চুলে বিদিশার অন্ধকার, মুখে শ্রাবস্তীর তক্ষিত রূপ সেও ইতিহাস বিস্তারের স্তরে স্তরে কবির সমযোনি। জীবনের ব্যথা বেদনার সাগর পেরিয়ে সভ্যতার নগরে বন্দরে দেখা, চেনা, কথা বলা। এবং এই প্রেমিক যুগলের পরিণামী ভবিষ্যৎও জীবনানন্দের কাছে স্পষ্ট। তিনি জানেন আজকের প্রবৃদ্ধ সভ্যতা যখন দ্বারকার বিচূর্ণ থামের মতো দেবদারু ছায়ার নিচে অবলীন হয়ে যাবে, আজকের মানুষ যখন কেউ নেই আর, হাজার বছর শুধু অন্ধকারে জোনাকির মতো খেলা করে নিভে যাবে, সেই দূর ভবিষ্যতের গর্ভেও তাদের সত্তা, তাদের প্রেম জাগরুক হয়ে থাকবে।"

একটি নক্ষত্র আসে – অম্বুজ বসু

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরেরশব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে;
ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
: বনলতা সেন

"শিশিরের শৈত্য আছে জানি, কিন্তু শব্দ আছে কি? অথচ এখানে সেই শব্দের সঙ্গে সন্ধ্যার আসার উপমা! অথবা রৌদ্রের গন্ধ! আমরা বর্ণ মুছতে পারি—কিন্তু গন্ধও কি মোছা যায়? বিভিন্ন ইন্দ্রিয়চেতনাকে এমনি মিশ্রিত ভাবে অনুভব—এটি প্রতীকী কবিদের আগে কারো কবিতায় দেখা যায়নি। আর ইন্দ্রিয় চেতনায় বিচিত্র বিন্যাসেই শুধু নয়—হাজার বছর পথযাত্রী কবির যুগান্তরীণ সত্তার সমান্তরালে পৃথিবীর বয়সিনী নায়িকা 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'—চিত্রকল্পময় এই কবিতায় ফরাসী প্রতীকবাদের লক্ষণ স্পষ্টতর।"

একটি নক্ষত্র আসে – অম্বুজ বসু

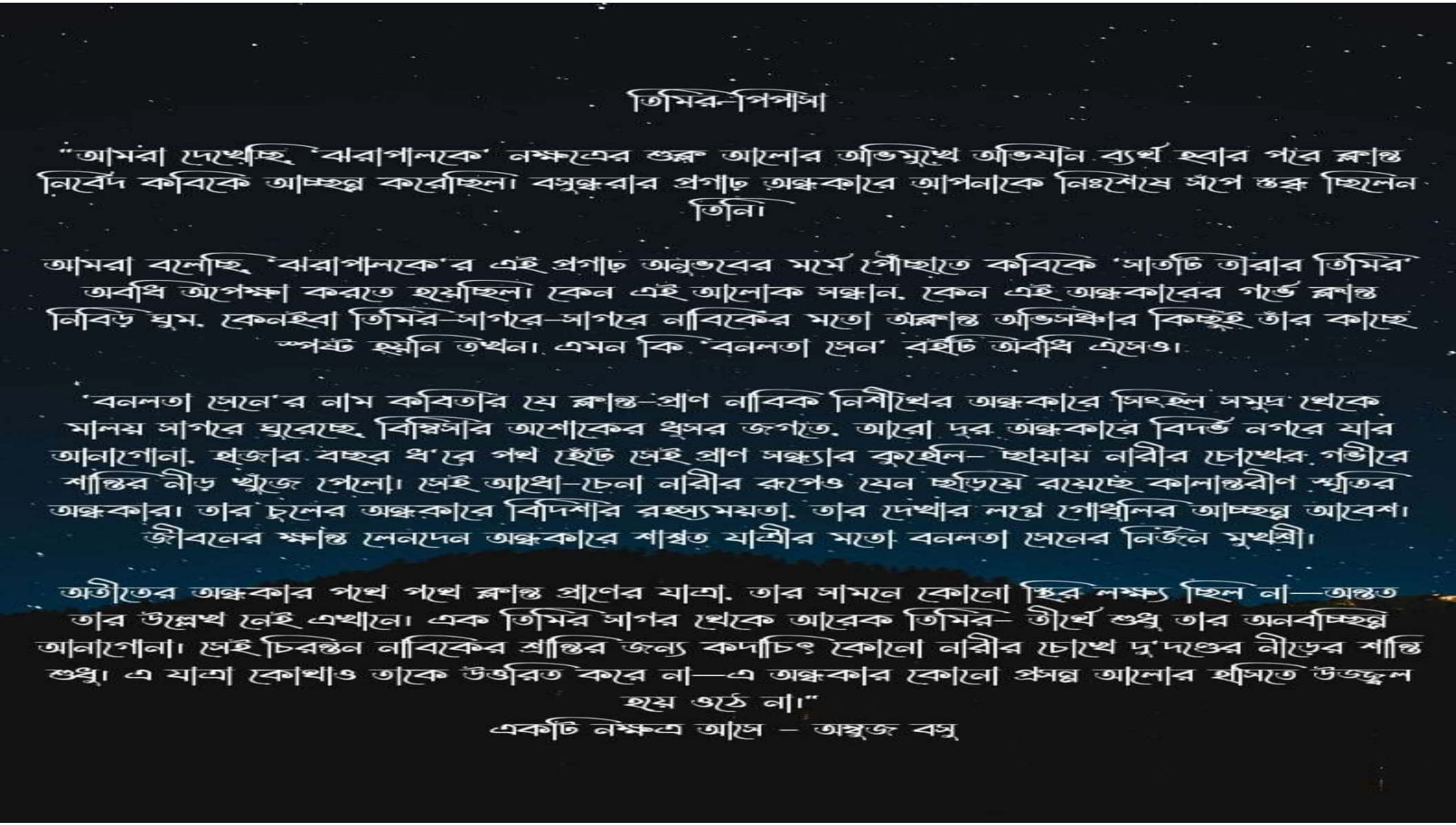

তিমির-পিপাসা

"আমরা দেখেছি, 'ঝরাপালকে' নক্ষত্রের শুভ্র আলোর অভিমুখে অভিযান ব্যর্থ হবার পরে ক্লান্ত নির্বেদ কবিকে আচ্ছন্ন করেছিল। বসুন্ধরার প্রগাঢ় অন্ধকারে আপনাকে নিঃশেষে সঁপে স্তব্ধ ছিলেন তিনি।

আমরা বলেছি, 'ঝরাপালকে'র এই প্রগাঢ় অনুভবের মর্মে পৌঁছাতে কবিকে 'সাতটি তারার তিমির' অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কেন এই আলোক সন্ধান, কেন এই অন্ধকারের গর্ভে ক্লান্ত নিবিড় ঘুম, কেনইবা তিমির-সাগরে-সাগরে নাবিকের মতো অক্লান্ত অভিসন্ধান কিছুই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি তখন। এমন কি 'বনলতা সেন' বইটি অবধি এসেও।

'বনলতা সেনে'র নাম কবিতার যে ক্লান্ত-প্রাণ নাবিক নিশীথের অন্ধকারে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে ঘুরেছে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে যার আনাগোনা, হাজার বছর ধ'রে পথ হেঁটে সেই প্রাণ সন্ধ্যার কুহেলি- ছায়ায় নারীর চোখের গভীরে শান্তির নীড় খুঁজে পেলো। সেই আধো-চেনা নারীর রূপেও যেন ছড়িয়ে রয়েছে কালান্তরীণ স্মৃতির অন্ধকার। তার চুলের অন্ধকারে বিদিশার রহস্যময়তা, তার দেখার লগ্নে গোধূলির আচ্ছন্ন আবেশ। জীবনের ক্লান্ত লেনদেন অন্ধকারে শাশ্বত যাত্রীর মতো বনলতা সেনের নির্জন মুখশ্রী।

অতীতের অন্ধকার পথে পথে ক্লান্ত প্রাণের যাত্রা, তার সামনে কোনো স্থির লক্ষ্য ছিল না—অন্তত তার উল্লেখ নেই এখানে। এক তিমির সাগর থেকে আরেক তিমির- তীর্থে শুধু তার অনবচ্ছিন্ন আনাগোনা। সেই চিরন্তন নাবিকের শ্রান্তির জন্য কদাচিৎ কোনো নারীর চোখে দু'দণ্ডের নীড়ের শান্তি শুধু। এ যাত্রা কোথাও তাকে উত্তরিত করে না—এ অন্ধকার কোনো প্রসন্ন আলোর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না।"

একটি নক্ষত্র আসে – অম্বুজ বসু

বনলতা সেন এবং এডগার অ্যালান পো ' To Helen' কবিতার সাদৃশ্য

"বনলতা সেন ও 'Helen, thy beauty is to me'–এ দুটি কবিতার সাদৃশ্য স্বয়ংপ্রকাশ, 'চুল', 'মুখ', 'সমুদ্র' ও 'ভ্রাম্যমাণ' এসবই আক্ষরিক অর্থে অ্যালান পো–র। কিন্তু যেমন 'হায় চিল' কবিতায়, তেমনি এক্ষেত্রেও জীবনানন্দ তাঁর উত্তমর্ণকে বহুদূরে অতিক্রম করে গেছেন। জীবনানন্দের প্রথম জিৎ তাঁর নায়িকার স্থানীয়তা ও সমকালীনতায় (ধ্রুপদী সৌন্দর্য পৌরাণিক হেলেনে অপ্রত্যাশিত নয়) এবং দ্বিতীয় ও আরো বড় জিৎ উভয় স্তবকের শেষ পংক্তি দুটির আবেগময় আন্দোলনে, যার তুলনায় পোর শেষ স্তবক বর্ণলিপ্ত পুত্তলির মতো নিষ্প্রাণ।"

বুদ্ধদেব বসু : শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা

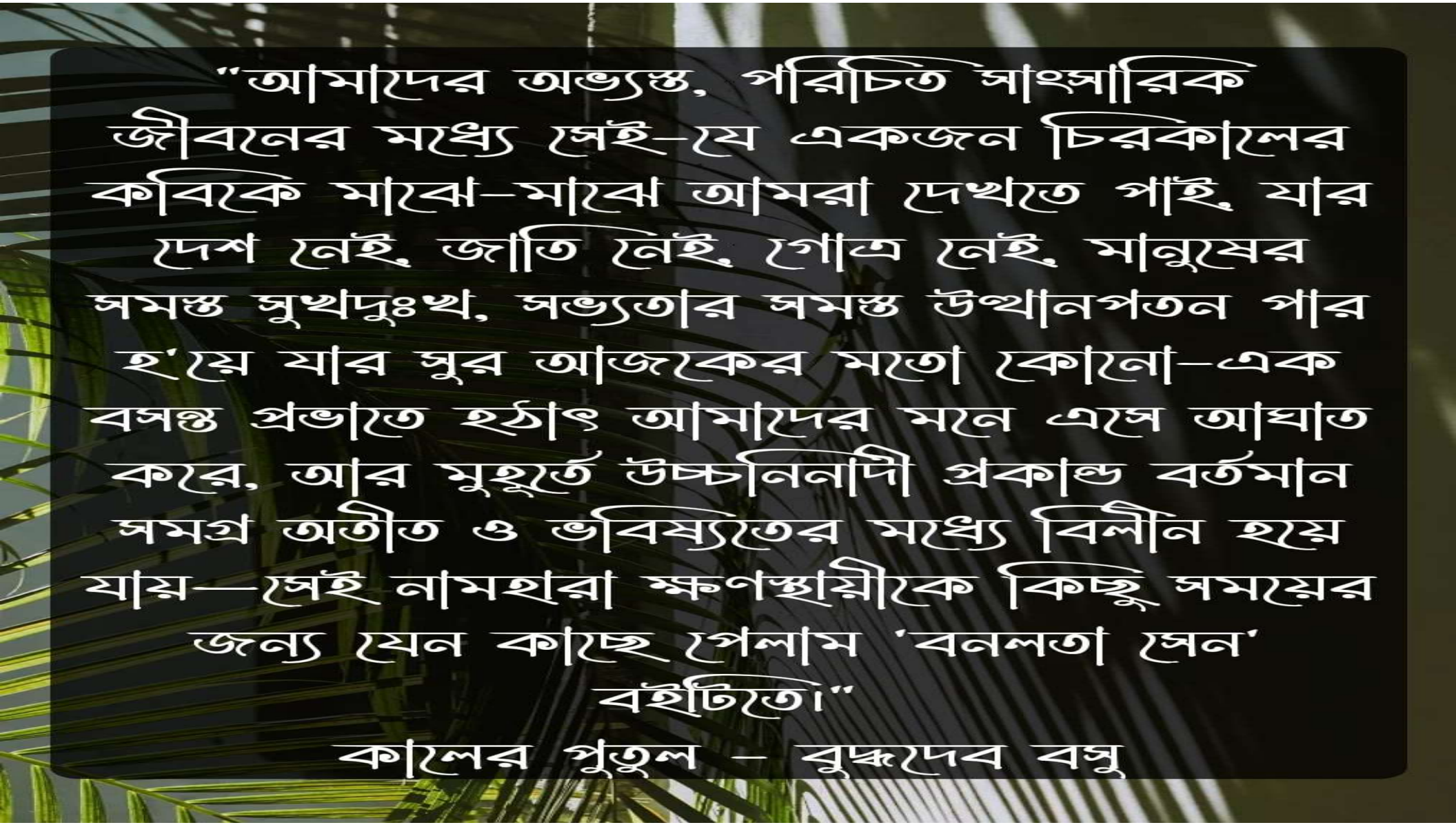

"আমাদের অভ্যস্ত, পরিচিত সাংসারিক
জীবনের মধ্যে সেই-যে একজন চিরকালের
কবিকে মাঝে-মাঝে আমরা দেখতে পাই, যার
দেশ নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই, মানুষের
সমস্ত সুখদুঃখ, সভ্যতার সমস্ত উত্থানপতন পার
হ'য়ে যার সুর আজকের মতো কোনো-এক
বসন্ত প্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে আঘাত
করে, আর মুহূর্তে উচ্চনিনাদী প্রকান্ড বর্তমান
সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হয়ে
যায়—সেই নামহারা ক্ষণস্থায়ীকে কিছু সময়ের
জন্য যেন কাছে পেলাম 'বনলতা সেন'
বইটিতে।"

কালের পুতুল - বুদ্ধদেব বসু